রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২১, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ আষাঢ়, ১৪২৩/২১ জুন, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ আষাঢ়, ১৪২৩ মোতাবেক ২১ জুন, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০১৬ সনের ২৫ নং আইন

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর বিদ্যমান দফা (ক) দফা (কক) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত দফা (কক) এর পূর্বে নিম্নরূপ দফা (ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ক) **"অনুসন্ধান"** অর্থ তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর উহা কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;"।

৩। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "তদন্তের ক্ষমতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষমতা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "তদন্তযোগ্য" শব্দের পরিবর্তে "অনুসন্ধানযোগ্য বা তদন্তযোগ্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) এ উল্লিখিত "তদন্তের" শব্দের পরিবর্তে "অনুসন্ধান বা তদন্তের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "তদন্ত" শব্দের পরিবর্তে "অনুসন্ধান" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮ক এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৮ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৮ক। **"অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা।**—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা (cognizable) ও জামিনযোগ্যতার (whether bailable or not) ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Schedule II এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।"।

৬। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮গ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮গ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সম্পূর্ণরূপে" শব্দ বিলুপ্ত হইবে।

৭। **২০০৪ সনের ৫ নং আইনের তফসিলের প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তফসিল

[ধারা ১৭(ক) দ্রষ্টব্য]

(ক) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ;

(খ) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর—

(অ) section 161, 162, 163, 164, 165, 165A, 165B, 166, 167, 168, 169, 217, 218 এবং 409 এর অধীন অপরাধসমূহ;

(আ) section 420, 467, 468, 471 এবং 477A এর অধীন কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হইলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব (official duty) পালনকালে সংঘটিত হইলে কেবল সেইক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধসমূহ;

(গ) Prevention of Corruption Act, 1947 (Act No. II of 1947) এর অধীন অপরাধসমূহ;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহ;

(ঙ) ক্রমিক নং (ক) হইতে (ঘ) তে বর্ণিত যে কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 109, 120B, এবং 511 এর অধীন অপরাধসমূহ।"

৮। **বিশেষ বিধান**।—(১) এই আইনের ধারা ৭ দ্বারা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর তফসিল সংশোধন হইবার কারণে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 408, 420, 462A, 462B, 466, 467, 468,469, 471 এবং 477A এর অধীন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব (official duty) পালনকালে সংঘটিত কোন অপরাধ ব্যতীত উক্ত section-সমূহের যে কোন বিধানের অধীন সংঘটিত—

(ক) অপরাধ দুর্নীতি দমন কমিশনে অনুসন্ধানাধীন থাকিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি হইবে;

(খ) অপরাধের মামলা দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন থাকিলে উহা এখতিয়ার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থার নিকট স্থানান্তরিত হইবে; এবং

(গ) অপরাধের মামলা কোন স্পেশাল জজ এর নিকট বিচারাধীন থাকিলে উহা এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন কোন মামলা যে পর্যায়ে আদালতে স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচার কার্য পরিচালিত হইবে, এবং উক্ত মামলায় স্পেশাল জজ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য-সাবুদ উক্ত আদালতের সাক্ষ্য-সাবুদ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সুবিচারের জন্য প্রয়োজন না হইলে এই সাক্ষ্য-সাবুদ পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd